গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ৬ জুন ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে

আবার ভাড়াবৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের আক্রমণে রক্তাক্ত হল। আহত হল বহু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করতে হল চার জনকে। তিন বারে তিন টাকারও বেশি তেলের দাম কমার পর পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবিতে রাজ্য জুড়ে এস ইউ সি আই-এর ডাকে আন্দোলন চলছে। গত বছর আগস্ট মাসে তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে সরকার একলাফে ১৫ শতাংশ ভাড়া বাড়ায়। তখন সরকার বলেছিল, এই বিপুল ভাড়াবৃদ্ধির ৯ শতাংশ যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করা হবে। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য কতটুকু বেড়েছে তা জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এইভাবে বাস মালিকদের বিপুল হারে মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়ার পর এ বছর মার্চ মাসে তেলের দাম বাড়ার সাথে সাথে ১ এপ্রিল থেকে সরকার আবার বাসের ভাড়া বাড়ায়। ১৫ এপ্রিল থেকেই তেলের দাম কমতে শুরু করে। জনসাধারণের পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাসভাড়া কমানোর দাবি ওঠে। গত ১৫ মার্চ ডিজেলের দাম হয়েছিল ২৩ টাকা ৫১ পয়সা, এখন এই লেখার সময় সেই দাম কমে হয়েছে ২০ টাকা ৫৭ পয়সা। তাহলে সরকার পুরো বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করবে না কেন ?

অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণার আগে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকেও সরকারের কাছে নানাভাবে বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহার করার দাবি রাখা হয়েছিল। কিন্তু সরকার সাড়া দেয়নি, বরং এ নিয়ে টালবাহানা করে যাচ্ছে। ফলে দাবি আদায়ে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। ২৩ মে জেলায় জেলায় এই দাবিতে অবরোধ হয়েছে। গত ৩০ মে, কলকাতার এসপ্ল্যানেডে কয়েক হাজার মানুষের পথ অবরোধে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এদিন বেলা ৩টে থেকে এসপ্ল্যানেড লেনিন সরণী মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়ে যান পরিবহনের বর্ধিত ভাড়ার ভারে জর্জরিত অসংখ্য পথ চলতি সাধারণ মানুষ। সন্নিহিত এলাকার দোকানদার-হকারদেরও একাংশ বিক্ষোভে সামিল হয়ে স্লোগানে গলা মেলায় — 'কোন অজুহাতে অন্যায় বর্ধিত ভাড়া নেওয়া চলবে না,' 'অবিলম্বে

সাতের পাতায় দেখুন

দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত যাত্রীদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে

রাজ্য সরকারের বাসভাড়া পুনর্বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ জুন ২০০৩ এক বিবৃতিতে বলেন —

'গণআন্দোলনের চাপে রাজ্য সরকার বাসভাড়া আংশিক কমাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু যেখানে তিন দফায় ডিজেলের দাম কমেছে ৩ টাকা সেখানে ২৫ পয়সা থেকে ৫০ পয়সা ভাড়া কমানো আসলে যাত্রীদের প্রতারণা ও বিভ্রান্ত করা ছাড়া কিছুই নয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি—

১। ডিজেলের দামবৃদ্ধির অজুহাত তুলে সর্বশেষ যে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে হবে। লঞ্চ ও ট্রামের ভাড়াও কমাতে হবে।

২। ১৫ এপ্রিল থেকে যে বাড়তি ভাড়া আদায় করা হয়েছে তা ফেরৎ দিয়ে যাত্রী কল্যাণ তহবিল খুলতে হবে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। বাস শ্রমিক কর্মচারীদের চাকরির স্থায়িত্ব, ন্যায্য মজুরি, পি এফ, জীবন বীমা, ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে।

যতক্ষণ পর্যন্ত এই দাবিগুলো আদায় না হচ্ছে যাত্রীদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

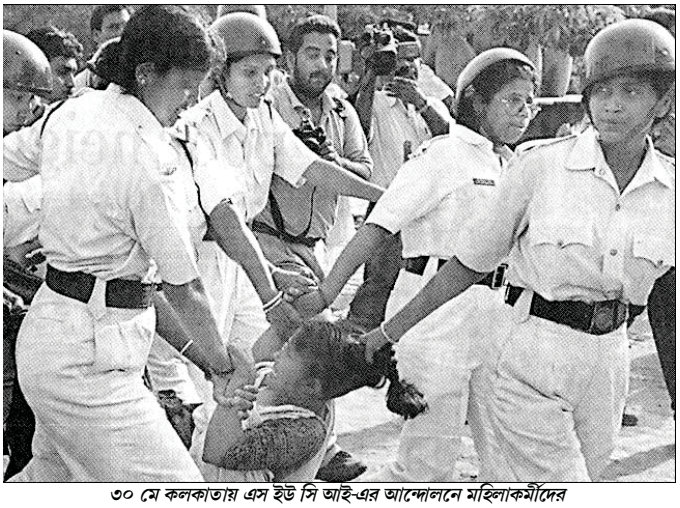

৩০ মে কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনে মহিলাকর্মীদের চুলের মুঠি ধরে টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ

ইরাকে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে হবে নীহার মুখার্জী

আমেরিকার দখলদারিকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে ইরাকে মার্কিন সেনাদের সাহায্য করার জন্য ভারতীয় সৈন্য পাঠাবার সরকারি চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৮ মে এক বিবৃতিতে — এই দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে বিজেপি নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা, যা এই সরকারের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদমুখী ঝোঁককেই প্রকট করে — তার তীব্র সমালোচনা করেন।

এই ক্ষতিকর প্রস্তাব স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানাবার সাথে সাথে কমরেড মুখার্জী — যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে তথাকথিত পুনর্গঠনের কাজে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের বরাত পাইয়ে দেওয়ার জন্য ভারত সরকার যেভাবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে গলাগলি করছে, তারও তীব্র নিন্দা করেন। দেশের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবময় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এই লজ্জাজনক পথ পরিত্যাগ করার জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

২০ জুন থেকে বিল বয়কট করার ডাক

গত ২৯মে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে দুই সহস্রাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক নব মহাকরণে বিদ্যুৎমন্ত্রীকে ঘেরাও করেন। প্রচণ্ড গরম ও দাবদাহ উপেক্ষা করে রাজ্যের প্রায় সকল জেলা থেকে অসংখ্য গৃহস্থ, কৃষক, বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্র শিল্পগ্রাহক ফেয়ারলি প্লেস চক্ররেল স্টেশনে বেলা ১টায় জমায়েত হ'ন। এই জমায়েতে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট ভবেশ গাঙ্গুলী। সভায় প্রধান বক্তা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশি-বিদেশি ধনকুবের-গোষ্ঠীর স্বার্থে বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ এবং প্রাইভেটাইজেশনের নীতি অনুসারে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের উপর ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষোভ চাপা দিতে সরকার হাইকোর্টে মামলা করছে, আবার অভিন্ন মাশুল নীতি কার্যকরী করার ফলে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মাধ্যমে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইউনিট প্রতি ৫২ পয়সা এবং সি ই এস সি ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা দাম বাড়িয়েছে। মাশুলবৃদ্ধি নিয়ে যখন আদালতে মামলা চলছে তখন এভাবে আদালতকে এড়িয়ে মাশুলবৃদ্ধির ঘোষণা নজিরবিহীন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ বিল ২০০১-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন ২০০৩ চালু করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ধাপে ধাপে অভিন্ন মাশুল নীতি চালু করা। এছাড়া ১৯৫৬ সালে ভারতীয় বিদ্যুৎ রুলের ষষ্ঠ সংযোজনীর ১৪নং ধারা এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে বিদ্যুৎ পর্ষদ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে লোড অনুযায়ী অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায় করার নোটিস পাঠাচ্ছে, না হলে লাইন কেটে দেবার হুমকি দিচ্ছে। এভাবে বিদ্যুতের মত একটি অত্যাবশ্যক পরিষেবাকে বাজারি পণ্যে পরিণত করছে সরকার। পরিণামে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে, এক ধাক্কায় আরও কয়েক লক্ষ মানুষ বেকার হয়ে ভিখারিতে পরিণত

দুয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লীতে কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণসভা

এস ইউ সি আই-এর উত্তর ভারতের রাজ্য পার্টি ইউনিটগুলির উদ্যোগে ২৩ মে দিল্লীর কনিস্টিটিউশন ক্লাবের স্পীকারস্ হলে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় সভাপতি প্রয়াত নেতা কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর স্মরণসভা। এই স্মরণসভায় বিভিন্ন বামপন্থী দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক সহ বিভিন্ন অংশের শত শত মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন। বিভিন্ন বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন কমরেড এ বি বর্ধন, সাধারণ সম্পাদক সি পি আই; কমরেড এম কে পান্ধে, পলিটব্যুরো সদস্য সি পি আই (এম) এবং সি আই টি ইউ'র সাধারণ সম্পাদক; কমরেড গুরুদাস দাশগুপ্ত, এ আই টি ইউ সি'র সাধারণ সম্পাদক; কমরেড দেবকুমার গাঙ্গুলী, সহ সাধারণ সম্পাদক ডবলু এফ টি ইউ; কমরেড স্বপন মুখার্জী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সি পি আই (এম এল) লিবারেশন এবং সাধারণ সম্পাদক এ আই সি সি টি ইউ; কমরেড অবনী রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আর এস পি এবং এম পি।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই রাজস্থান রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড গিরিজেশ্বর সিং।

প্রয়াত নেতা কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী, উত্তর ভারতের দলের রাজ্য কমিটিগুলির সম্পাদকগণ, গণসংগঠনগুলির ইনচার্জরা ও বিভিন্ন বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীরা। দলের দিল্লী রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামলের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দু'মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিভিন্ন বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন — দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি সর্বক্ষণ চেষ্টা চালিয়েছেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার নীতির বিরুদ্ধে সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগআপ্লুত কণ্ঠে বামপন্থী দল ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাঁদের ভাষণে দেশব্যাপী নীতিভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর ক্লান্তিহীন প্রয়াসের কথা স্মরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে বর্তমান পুঁজিবাদী সঙ্কট ও তার তাৎপর্যকে কমরেড ব্যানার্জী যেভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে দেখাতেন, তাঁর সেই ক্ষমতা সম্পর্কে কোন কোনও নেতা গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করেন। আইনবিদ্, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান যে, দেশব্যাপী একটা সর্বব্যাপক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও কমরেড ব্যানার্জীর গভীর আগ্রহ ছিল।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ব্যক্তিবাদ ও যাবতীয় বুর্জোয়া ক্লেদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই এবং শ্রেণী ও দলের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেওয়ার জন্য বিরামহীন সংগ্রামের প্রক্রিয়ারই ফসল ছিলেন কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে সমৃদ্ধ ও বিশেষীকৃত রূপটি আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে পেয়েছি, তার যথার্থ উপলব্ধি ও নিজের জীবনে তার প্রয়োগই কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর মত বিপ্লবীদের উদ্ভব সম্ভব করেছিল।

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণে শোকবার্তা

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন

এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রবীন সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী নিউমোনিয়া ও জণ্ডিস সহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দু'মাস রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে গত ৮.৫.০৩ তারিখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ছাত্র আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে সকলরকম বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে দলগঠনের গোড়া থেকে শুরু করে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত যে বিরাট দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন তাঁর সেই জীবনসংগ্রাম আমাদের সকলের কাছেই দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হল। সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটি ব্যথাতুর হৃদয়ে তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল তাকে পূরণ করার এবং তাঁর আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার করছে।

হিন্দ মজদুর সভা

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর জীবনাবসানের সংবাদ আমাকে মর্মাহত করেছে। বেশ কয়েক বছর ধরেই তাঁকে আমি জানতাম। ট্রেড ইউনিয়নের একাধিক সভায় ও ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে তাঁর সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ আমার হয়েছিল, যার ফলে আমরা পরস্পর অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলাম।

সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে কমরেড ব্যানার্জীর গভীর একাত্মতা ছিল। তিনি অন্তর থেকেই একজন সুভদ্র মানুষ ছিলেন। শ্রমিক নেতা হিসাবে প্রতিটি বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইতিবাচক ও গঠনমূলক, শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে তিনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

২৩ মে তাঁর স্মরণ সভায় উপস্থিত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। ইউ টি ইউ সি-এল এস'কে আমার হার্দিক সহমর্মিতা এবং প্রয়াত নেতার প্রতি আমার নীরব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

নিবেদক
উমরাওমল পুরোহিত
সাধারণ সম্পাদক

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের সচিব

৮ মে ২০০৩ কলকাতায় ইউ টি ইউ সি এল এসের সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী আশুতোষ ব্যানার্জীর মৃত্যুর সংবাদে ব্যথিত হয়েছি। তাঁর মৃত্যুর ফলে আমরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এক মহীরূহকে হারালাম। শ্রমমন্ত্রক থেকে আমরা দেশজোড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে এক হয়ে তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাথী ইউ টি ইউ সি-এল এসের কমরেডদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

শ্রদ্ধা সহ
ডঃ পি ডি শেনয়
সচিব, শ্রমমন্ত্রক,
ভারত সরকার

সহ-সভাপতি, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর মৃত্যুতে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধাপূর্ণ শোকজ্ঞাপন করছি। তাঁর সঙ্গে বহুবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং প্যানেল আলোচনায় তাঁর সাথে আমি অংশ নিয়েছিলাম। তিনি একজন বিরল রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমার মনে দাগ কেটেছিলেন যিনি খাঁটি মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও ভারতীয় রাষ্ট্রের সুনির্দিষ্ট জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অটল সঙ্কল্পের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। আমি আশা করি, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হব এবং একইরকম দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে ও সৃজনশীলভাবে তাঁর উত্তরাধিকারকে বহন করব। পূর্ব প্রতিশ্রুতি থাকায় আমি ২৩ তারিখ পাটনায় থাকব। স্মরণসভায় উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য অনুগ্রহ করে আমায় ক্ষমা করবেন।

মনোরঞ্জন মহান্তি
নিউ দিল্লি

বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে তুমুল বিক্ষোভ

একের পাতার পর

হবে। গৃহস্থ গ্রাহকদের ঘরে নেমে আসবে অন্ধকার।

শ্রী বিশ্বাসের বক্তব্যের পর গ্রাহকরা মিছিল করে নব মহাকরণে যাত্রা শুরু করলে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশবাহিনী ১৪৪ ধারা না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় নির্মমভাবে লাঠিচার্জ করে মিছিল ভেঙে দেবার চেষ্টা করে। লাঠিচার্জে বহু গ্রাহক আহত হন। তবুও শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক সংগ্রামী দৃঢ়তায় সমস্ত পুলিশি তাণ্ডব ও বাধা অতিক্রম করে নব মহাকরণে বিদ্যুৎমন্ত্রীর ঘরের সামনে উপস্থিত হ'ন। ২৬ বছরের বামফ্রন্টের অপশাসনের বিরুদ্ধে এই ধরনের গ্রাহক তথা গণবিক্ষোভ পশ্চিমবঙ্গের গণ-আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। মন্ত্রীর ঘরের সামনে দু'ঘন্টা সমানে ঘেরাও চলে। সংগঠিত গ্রাহকদের প্রতিরোধে পুলিশও পিছু হটে।

২৯ মে নবমহাকরণে বিদ্যুৎমন্ত্রীর ঘরের বাইরে গ্রাহকদের অবস্থানে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস

অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন। মন্ত্রীর ঘরের বাইরে অবস্থান চলতে থাকে। এখানে এবং ফেয়ারলি প্লেস স্টেশনের সমাবেশে গ্রাহকদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন অমল মাইতি, দীপঙ্কর মুখার্জী, হরিপ্রসাদ মাইতি, অনুকূল ভদ্র, স্বপন নাগ এবং অন্যান্য বক্তারা। মন্ত্রীর সাথে আলোচনায় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে সঞ্জিত বিশ্বাস মন্ত্রীকে জানান — ১৯৯৮ সালের আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ পর্ষদে ৫২ পয়সা এবং সি ই এস সি-তে ২৫ পয়সা দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। মন্ত্রী বলেন, "কমিশনের সিদ্ধান্ত জনবিরোধী নয়, তাই ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করব না। ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনীও থাকবে। তবে অতিরিক্ত সিকিউরিটি আদায়ের পদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করা হবে।" মন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে সঞ্জিত বিশ্বাস জানান — দাবি না মানা হলে ৭ দিন পর আরও ব্যাপক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২০ জুন থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল বয়কট করা হবে। ৭ জুলাই ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসা বন্ধ হবে। ১৯ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রাহকরা নিষ্প্রদীপ পালন করবেন। পরিশেষে সঞ্জিত বিশ্বাস সমবেত গ্রাহকদের দলমত নির্বিশেষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী বিদ্যুৎ নীতির বিরুদ্ধে মহল্লায় মহল্লায় গণকমিটি গঠন করে এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে দীর্ঘস্থায়ী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণসভা

ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধার্ঘ

৩০মে বিকাল ৫টায় সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের উপচে পড়া সমাবেশে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রয়াত সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর স্মরণসভা মৌলালী যুবকেন্দ্রে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সদ্যনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড অনিল সেনের সভাপতিত্বে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন শিল্পের ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্তর্গত ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত অন্যান্য কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দ — কমরেড সমরেন্দ্র নাথ কুণ্ডু (সি আই টি ইউ), কমরেড সুনীল সেনগুপ্ত (ইউ টি ইউ সি), কমরেড জ্যোতি লাহিড়ী (এ আই টি ইউ সি), লালবাহাদুর সিং (আই এন টি ইউ সি), এন সি দে (বি এম এস), কমরেড এস এন তিওয়ারি (টি ইউ সি সি) এবং কমরেড দিবাকর ভট্টাচার্য (এ আই সি সি টি ইউ)। এরপর কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভার সভাপতি কমরেড অনিল সেন, প্রধান বক্তা কমরেড সনৎ দত্ত, অন্যতম সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী, কমরেড শংকর সাহা, কমরেড অচিন্ত্য সিনহা এবং এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দত্তের প্রেরিত শ্রদ্ধার্ঘ কমরেড সুনীল মুখার্জী পাঠ করার পর উপস্থিত সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে ২ মিনিট নীরবতা পালন করেন।

প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইউ টি ইউ সি'র প্রবীণ নেতা কমরেড সুনীল সেনগুপ্ত বলেন — বাঁচার জন্য নতুন সমাজ গড়ার কাজে ব্রতী ছিলেন কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী। শ্রম সম্মেলনে কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর ক্ষুরধার যুক্তির ফলে আমরা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে বিকল্প লাইন অনুসরণ করতে পেরেছিলাম। দুনিয়াজোড়া সংকটের এ মুহূর্তে কমরেড ব্যানার্জীর মতো মানুষের প্রয়োজন ছিল বিরাট। এই ক্ষতি শুধু ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর ক্ষতি নয়, সমগ্র আন্দোলনের ক্ষতি। সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলেই তাঁকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানানো হবে।

এ আই সি সি টি ইউ নেতা কমরেড দিবাকর ভট্টাচার্য বলেন — শ্রমিকশ্রেণীর উপর সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের আক্রমণ, এমনকি 'ফ্রি ইকনমিক জোন' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের যে ব্যাপক আক্রমণ নেমে আসছে, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কমরেড আশুদার মতো নেতার প্রয়োজন ছিল।

আই এন টি ইউ সি নেতা লালবাহাদুর সিং প্রয়াত কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন — সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মরার প্রস্তুতিও নিতে পারে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী। আপনাদের কর্মীদের মধ্যে যে সাহস ও মনোবল রয়েছে তাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই।

টি ইউ সি সি নেতা এস এন তিওয়ারি বলেন — আশুদার মৃত্যুতে আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন পরিবারের বিশাল ক্ষতি হল। কিন্তু কমিউনিস্টরা মরে না, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সংগ্রামী নেতৃত্বও মরেনি। ফলে আশুদার মৃত্যু বিফলে যাবে না।

এ আই টি ইউ সি নেতা জ্যোতি লাহিড়ী বলেন — আমরা একটা বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন। যে সময় আমাদের লড়াইকে তীব্রতর করতে হবে, সে সময় অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতাদের আমরা হারাচ্ছি। কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর শিক্ষাকে স্মরণ করে আসুন শপথ নিই — আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়তে পারি।

বি এম এস নেতা এন সি দে বলেন, আজ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত হচ্ছে — যে আক্রমণ আমাদের ওপর নেমে এসেছে ডব্লু টি ও-র দৌলতে, উদারনীতির দৌলতে। যেভাবে আমা-দের লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, ভারতবর্ষের হাতে প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ করা হচ্ছে — তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা আপনাদের সাথে থাকবো, সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সভার প্রধান বক্তা কমরেড সনৎ দত্ত বলেন — কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে থাকবেন। তিনি শিখিয়েছেন বিপ্লবীদের কাছে কোন বাধাই বাধা নয়। যার সাথে যতটুকু যোগাযোগ আছে, তাদের সংগঠিত করে নিরন্তর আন্দোলন গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন। পিছিয়ে-পড়া কমরেডদের সাথে আলাপ আলোচনা করে, সাহচর্য দিয়ে তাদের রক্ষা করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তিনি সর্বদা করে গেছেন। শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ-সুবিধাবাদ থেকে মুক্ত করে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী তিনি পরিচালনা করেছেন। ডব্লু এফ টি ইউ-তেও এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁর ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি না করলে এবং শ্রমিকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত কর্মী তৈরি করতে না পারলে আন্দোলনকে জয়যুক্ত করা যাবে না — তাই সযত্নে তিনি এই প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অপূরিত কাজ সম্পূর্ণ করার মধ্য দিয়েই আমরা তাঁকে আমাদের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখার শপথ গ্রহণ করছি।

সভার সভাপতি কমরেড অনিল সেন বলেন — কৈশোরে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ঐ সময় সারা শরীর প্লাস্টার করা অবস্থায় প্রায় ৭ বছর কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁর শারীরিক যন্ত্রণা কাউকে কখনও বুঝতে দেননি।

তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা ছিল সকলের কাছে শিক্ষণীয়। তিনি যুব আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলনের ক্যাডার তৈরি করেছেন। শ্রমিক বস্তিতে যেতেন, ক্লাস নিতেন। অর্থনীতিবাদ-সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত উপযুক্ত করে তিনি কর্মীদের গড়ে তুলতেন। পি ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে থাকা অবস্থায় মেডিকেল ডায়েট নিতে অস্বীকার করেন তিনি। অন্যান্য কমরেডদের মতো একই খাদ্য গ্রহণ করতেন। পঙ্গু অবস্থাতেও তিনি সমগ্র উত্তর ভারতের দায়িত্ব নিয়েছেন, দিল্লি-হরিয়ানা-রাজস্থান-হিমাচল প্রদেশে সংগঠন গড়েছেন।

দলই জীবন — এই শিক্ষাকে তিনি তুলে ধরেছেন। বিপ্লবের আকুতি এই অদম্য চরিত্রের সৃষ্টি করেছিল। কর্মীদের প্রতি ছিল তাঁর অসীম ভালবাসা। বয়স্কদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ছিলেন খুবই শৃঙ্খলাপরায়ণ। আমৃত্যু বিপ্লবী আশুতোষ ব্যানার্জীর আরব্ধ কাজকে সমাপ্ত করার দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণ সভার কাজ শেষ হয়।

দক্ষিণ কলকাতায় কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী স্মরণসভা

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদ্য প্রয়াত প্রবীণ সদস্য কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গত ২৬ মে, ২০০৩, দক্ষিণ কলকাতায় 'ছেঁড়াতার' হলে সন্ধ্যা ৬টায় আঞ্চলিকভাবে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন অঞ্চলের বিশিষ্ট নাগরিক অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটি ও কলিকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস্ সাধনা চৌধুরী ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী। স্থানীয় নবীন ও প্রবীণ পার্টি কর্মী, সমর্থক ও দরদী বন্ধু তথা কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল বহু মানুষও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভার কাজ শুরু হয় প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। পার্টির ছাত্র, যুব, মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা, পদ্মপুকুর-ভবানীপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক-সম্পাদিকা ও উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে অনেকেই মাল্যদানের মাধ্যমে কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। মাল্যদান করেন স্মরণসভার সভাপতি অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দে, প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী, সাধনা চৌধুরী ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী। এরপর মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘটি পাঠ করে শোনান কমরেড সাধনা চৌধুরী। এরপর প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করে দু-মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যাপক দে বলেন যে, দেশের মধ্যে ব্যাপক অরাজকতা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের পটভূমিতে যে স্বল্পসংখ্যক মানুষ সমাজ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী তাঁদেরই অন্যতম এক বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন, কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী আমাদের দল গঠনের পারম্ভিক পর্যায়ের সেই সমস্ত নেতাদের অন্যতম যাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের সাহচর্য ও প্রত্যক্ষ প্রেরণায় নিজেদের গড়ে তুলে প্রথম সারির নেতৃত্বে উন্নীত হয়েছেন ও আমৃত্যু বিপ্লবী থেকেছেন। কমরেড মুখার্জী কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর চরিত্রের নানা গুণাবলী শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। বিশেষ করে কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জীর অসুবিধাকে সুবিধায় পরিণত করার ক্ষমতা, দরদী মন, বিপ্লবী উদ্দেশ্যমুখিনতা, সহনশীলতা ও সংবেদনশীলতা সম্পর্কে তিনি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে স্বপ্ন আমৃত্যু বিপ্লবী কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য দলের প্রতিটি কর্মীকে আরও বেশি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তিনি আহবান জানান এবং দলের সমর্থক ও দরদী বন্ধুদেরও তাঁর আরব্ধ কাজকে সফল করার কাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতার জন্য আবেদন করেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণসভা শেষ হয়।

বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারের পক্ষে শ্রীইয়েচুরির শূন্যগর্ভ আস্ফালন

গত ২৪ মে হিন্দুস্তান টাইমস পত্রিকায় 'রেড ইজ দ্য কলার' — শিরোনামে সি পি এম নেতা পলিটবুরো সদস্য শ্রী সীতারাম ইয়েচুরির একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধে বলা হয়েছে — দেশের প্রায় সর্বত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন সরকারবিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তখন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এর ব্যতিক্রম। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে রাজ্যের সাধারণ মানুষ বারবার রাজ্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে এবং এই কারণে সি পি এম ২৬ বছর ক্ষমতায় থাকতে পেরেছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও জনসাধারণের এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

এর কারণ অনুসন্ধান করে শ্রী ইয়েচুরি আমাদের জানিয়েছেন —'বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কারের ফলে, ভূস্বামী এবং গ্রামীণ কায়েমীস্বার্থের প্রতিভূদের বেআইনীভাবে দখলে থাকা ১১ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করে ভূমিহীন গরিবদের মধ্যে আইনসঙ্গতভাবে বিলি করা হয়েছে। যদি এর দাম আমরা একর প্রতি এক লাখ টাকাও ধরি (যদিও দামটা কমিয়েই ধরা হচ্ছে) তাহলেও ভূমিসংস্কারের ফলে ১১,০০০ কোটি টাকার সম্পদ হাত বদল হয়ে আসছে গরিবদের হাতে। এই বিপুল মূল্যের সম্পদের হস্তান্তরের নজির স্বাধীন ভারতে আর কোথাও নেই।'

তিনি আরও বলেছেন —'গরিবের হাতে বিশাল সম্পদ আসার সুফলগুলি উল্টে দেওয়ার চেষ্টা প্রতিটি নির্বাচনেই হচ্ছে। পুরনো ভূস্বামী ও গ্রামীণ কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা বামফ্রন্টকে হারিয়ে এই জমি ও সম্পদ পুনরায় দখল করতে চাইছে। এরাই পঞ্চায়েতগুলি কবজা করে জমির নথিপত্র বদল করে এবং গরিবদের দুর্বহ মামলা-মোকদ্দমায় ফাঁসিয়ে দিয়ে, আইনসঙ্গতভাবে বিলি করা জমি কারচুপি করে পুনর্দখল করার আশা নিয়ে চলছে।'

অর্থাৎ শ্রীইয়েচুরির মতে সি পি এম প্রচুর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করেছে, তাই গ্রামের কায়েমী স্বার্থ সি পি এম-এর উপর ক্ষিপ্ত। প্রতিটি নির্বাচনে এই গ্রামীণ কায়েমীস্বার্থবাজরা সি পি এম পরিচালিত বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। এই নির্বাচনেও করেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে গণ্ডগোল হয়েছে তার জন্য দায়ী এই ভূস্বামীরা। এই ঘটনা তাই ইয়েচুরির ভাষায় —'আ ব্যাটল বিটুইন দি এক্সপ্লয়টার্স অ্যাণ্ড এক্সপ্লয়েটেড' — শোষক ও শোষিতের লড়াই। অর্থাৎ শ্রী ইয়েচুরি বলতে চাইছেন, এ রাজ্যে সি পি এম বাদে সমস্ত দলই শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি। একমাত্র সি পি এম-ই শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে। '৬৯ সালে বিগত ২য় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও যখন সি পি এম নিজেদের হাতে পুলিশ দপ্তর রেখে অন্যান্য শরিক দলগুলির ওপর মারাত্মক হামলা চালাচ্ছিল এবং পশ্চিমবাংলার মাটি শরিক দলগুলির কর্মীদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল তখনও সি পি এম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত একইভাবে সেই কাজকে সমর্থন করেছিলেন এই কথা বলে যে, 'যুক্তফ্রন্টের আর দরকার নেই। এখন প্রয়োজন শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্ট।' অর্থাৎ যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরিক দলগুলির ওপর সেদিন সি পি এম যে আক্রমণ চালাচ্ছিল তা ছিল তাদের মতে শ্রেণী সংগ্রাম। তাদের এই সর্বনাশা নীতির ফল কি হয়েছিল তা সকলেই জানেন। সে আলোচনা না হয় আমরা পরে করব।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এ রাজ্যে কিভাবে ভোট হয়েছে এবং কি প্রক্রিয়ায় সি পি এম বিপুল বিজয় হাসিল করেছে তা আজ সবার জানা। মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়া, বুথ ক্যাপচার, গণনায় কারচুপি, খুন-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ, মাস্তান-মাফিয়া-পুলিশ প্রশাসনকে বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সব কাজই সি পি এম করেছে। নির্বাচনে খুন হয়েছে ৮১ জন — গতবারের থেকে ১৩.৫ গুণ বেশি। একটা ভোট না পড়তেই 'বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' হাজার হাজার আসন গায়ের জোরে জিতে নিয়েছে সি পি এম, হাজার হাজার মানুষকে ঘরছাড়া করেছে — এই হল শ্রী ইয়েচুরি কথিত 'শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রামের' যথার্থ রূপ। শ্রী ইয়েচুরির বঙ্গীয় কমরেডরাও এতবড় দাবি করার সাহস পাননি। তাদেরও ঢোক গিলে 'দলে কিছু অবাঞ্ছিত লোক ঢুকে পড়া'র কথা বলতে হয়েছে। বিরোধী দলকে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সুযোগ করে দিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুকে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর কাছে আবেদন জানাতে হয়েছে। সে যাই হোক, যে জনমুখী ভূমিসংস্কার নীতির ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সমর্থনের ডালি উজাড় করে দিয়েছেন বলে শ্রী ইয়েচুরি দাবি করেছেন, সেই বেনাম জমি উদ্ধার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সি পি এম সরকারের ভূমিকা বাস্তবে কি সে প্রসঙ্গে এবার আলোচনা করা যাক।

সি পি এম নেতার দেওয়া তথ্য ও বাস্তব

শ্রী ইয়েচুরি বেশ গর্বের সাথে জানিয়েছেন — ভূস্বামী ও গ্রামের কায়েমী স্বার্থচক্রের দখলে থাকা ১১ লক্ষ একর জমি সি পি এম সরকার উদ্ধার করেছে এবং গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করেছে। কোথা থেকে তিনি এই তথ্য পেলেন আমাদের জানা নেই। নিবন্ধে কোন তথ্যসূত্রের উল্লেখও তিনি করেন নি। যাই হোক, বেনাম জমি উদ্ধার ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সি পি এমের সত্যকার ভূমিকা কি — এটা সম্যক উপলব্ধির জন্য সরকারি তথ্য ও পরিসংখ্যান কি বলে সেদিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

শ্রী ইয়েচুরির নিশ্চয়ই জানা আছে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য রাজ্য সরকার ১৯৯২ সালে মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিশন নিয়োগ করে। কমিশন ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে রাজ্য সরকারের হাতে তাদের রিপোর্ট তুলে দেয় যা 'নিউ হরাইজনস ফর ওয়েস্ট বেঙ্গলস্ পঞ্চায়েতস্' এই নামে ১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তা কিন্তু শ্রী ইয়েচুরির দাবিকে সমর্থন করেনা।

ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে — '১৯৮২ সালে বোর্ড অফ রেভিনিউ কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কারের পরিসংখ্যান রিপোর্ট-৭ অনুযায়ী ১৯৮১ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত খাস কৃষিজমির মোট পরিমাণ ছিল ১২,৪৯,১৭৭.৭৬ একর। (ঐ রিপোর্ট, পৃঃ ২৩)

এর মধ্যে "১৯৬৭-৭০ এই কয়বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় বেনাম জমি খুঁজে বের করা ও খাস করার এক ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছিল। এর দ্বারা ১০ লক্ষ একরেরও বেশি ভাল কৃষিজমির দখল নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই ঘটনা, বড় বড় জমিদার, যারা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার জোরে পরম্পরাগতভাবে গ্রামীণ জীবনে প্রভুত্ব করে আসছিল, তাদের কব্জাকে অনেকটাই দুর্বল করে দেয়। অতএব, প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন হয়, তার আগেই গ্রামীণ অঞ্চলে ক্ষমতার কাঠামো ভাল রকম পাল্টে গিয়েছিল।" (ঐ, পৃ-৩)

প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা

তাহলে কি দেখা গেল? সরকারের হাতে ন্যস্ত ১২,৪৯,১৭৭.৭৬ একর খাস জমির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলের বাইশ মাসের রাজত্বেই উদ্ধার করা হয়েছে দশ লক্ষ একরেরও বেশি কৃষিজমি। তাই এই দশ লক্ষ একর জমি বাদ দিয়ে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার মাত্র আড়াই লক্ষ একর খাস জমি উদ্ধারের কৃতিত্বই দাবি করতে পারে। যদিও এই আড়াই লক্ষ একর জমি ওরা উদ্ধার করেছেন কিনা এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, মুখার্জী-ব্যানার্জী কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে — "আমাদের জেলা সফরের সময় আমরা দেখেছি, ১৯৮২ সালে সরকারি রিপোর্টে বেনাম জমি উদ্ধারের যে হিসাব দেখানো হয়েছে, সর্বত্রই উদ্ধারকৃত জমির পরিমাণ তার থেকে কম। কোথাও এই গরমিলের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।" (ঐ পৃঃ ১৩)। এই সন্দেহের কথা বাদ দিয়ে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে শ্রী ইয়েচুরিদের পশ্চিমবাংলার ফ্রন্ট সরকারের আমলে সত্যিই আড়াই লক্ষ একর খাস জমি উদ্ধার হয়েছে, তাহলেও তো একটা প্রশ্ন অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই তোলা যায়। তা হল, অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের ২২ মাসের রাজত্বে যদি দশ লক্ষ একর খাস জমি উদ্ধার করতে পারে, তবে ২৬ বছরের দীর্ঘ রাজত্বে মাত্র আড়াই লক্ষ একর খাস জমি উদ্ধার হল কেন?

কারণ খাস জমি উদ্ধার করার কাজে সি পি এম নেতারা মোটেই আন্তরিক ছিলেন না। ওঁরা জানেন, এতে গ্রামের ধনী চাষি-জোতদাররা বিরূপ হতে পারে এবং তার ফলে সি পি এমের গ্রামীণ ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল ধরার সমূহ সম্ভাবনা। তাই দেখা যাচ্ছে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের আমলে দু'দুবার ('৮১ ও '৮৬ সাল) ভূমিসংস্কার আইন সংশোধন করে কৃষি ও অকৃষি জমিকে একই শ্রেণীভুক্ত করা এবং নতুন করে জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করা হলেও এক ছটাকও বেনাম বা খাস জমি ওঁরা এই আইনবলে উদ্ধার করেননি। কেন এরকম হল, ইয়েচুরি তার জবাব দেবেন কি? তাঁরা যদি খাস জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার ক্ষেত্রে এতই আন্তরিক হবেন, তাহলে তো এরকম হওয়ার কথা নয়। তাহলে তো নতুন এই আইনবলে রাজ্যে লক্ষ লক্ষ একর খাস জমি উদ্ধার হবে এবং আরও কয়েক লক্ষ ভূমিহীন মানুষ জমি পাবেন। এটাকে এস ইউ সি আই'র অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়ারও উপায় নেই। কারণ সি পি এম ফ্রন্ট সরকার নিয়োজিত কমিশন বলছে — 'আরও উদ্বেগজনক যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংশোধনী দ্বারা খাস কৃষি জমির এক ইঞ্চিও উদ্ধার করা যায়নি।"

সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা

সুতরাং এটা পরিষ্কার, ভূস্বামী ও কায়েমীস্বার্থকে আঘাত করে খাস জমি দখলের কাজে সি পি এম কখনও আন্তরিক ছিল না। এমনকি আইনবলে খাস হয়ে যাওয়া জমিকে ওরা গ্রামের ধনী কৃষক ও কায়েমীস্বার্থকে নির্বিবাদে ভোগ দখল করতে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। এটাই হল বাস্তব সত্য। এগার লক্ষ একর খাস জমি দখলের গল্প পরিবেশনের দ্বারা ঐ অপরাধ চাপা দেওয়া যাবে কি?

এবার আসা যাক খাস জমি বণ্টনের প্রশ্নে। এখানেও শ্রী ইয়েচুরি দাবি করেছেন তাদের সরকার প্রায় ১১ লক্ষ একর খাস জমি বণ্টন করেছে। অথচ ঘটনা হল — "২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা সরকার ১০.৫৮ লক্ষ একর জমি প্রধানত ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিলি করেছে। এর মধ্যে ৬.২৬ লক্ষ একর বিলি হয়েছে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত, এর মধ্যে অনেকটা ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে উদ্ধার করা; এবং এর পরের ২৪ বছরে বিলি হয়েছে বাকি ৪.৩২ লক্ষ একর।" (পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ও রাজনীতি — অজিত নারায়ণ বসু, পৃঃ ৬০)। অর্থাৎ শ্রী ইয়েচুরিদের সি পি এম ফ্রন্ট সরকার তাদের রাজত্বে বিলি করেছে মাত্র ৪.৩২ লক্ষ একর জমি — ১১ লক্ষ একর নয়।

তথ্যই বলছে খাস জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও এই সরকার আন্তরিক নয়। আমরা আগেই বলেছি এই সরকারের হাতে ন্যস্ত খাস জমির পরিমাণ ১২,৪৯,১৭৭.৭৬ একর। এর মধ্যে বিলি হয়েছে মোট ১০.৫৮ লক্ষ একর। তাহলে এখনও বণ্টন করতে বাকি প্রায় ২ লক্ষ একর জমি। এই সরকার গড়ে দৈনিক ৩০.৩৮ একর জমি বণ্টন করছে (ঐ রিপোর্ট, পৃঃ ২৩) এবং এইভাবে চলতে থাকলে বাকী জমি বণ্টন করতে আরও কতদিন লেগে যাবে তা সহজেই অনুমেয়।

উদ্ধার হওয়া জমি উধাও

কিন্তু জমি বণ্টনের কীর্তিকাহিনী এখানেই শেষ নয়। কমিশনের রিপোর্ট বলছে — '১৯৮১-র ডিসেম্বরে উদ্ধার করা জমির পরিমাণ যা ছিল, সর্বশেষ সরকারি পরিসংখ্যানে তা ৭৯,৬৭৫.৪ একর কমে গিয়েছে। বিলি না হওয়া এবং হিসাবের খাতা থেকে উবে যাওয়া খাস কৃষিজমির মোট পরিমাণ ৩,৩৮,৩৯১.১৮ একর। খুব কমিয়ে ধরলেও এক একর জমি থেকে বছরে ১০০০ টাকা আয় হয়। তাহলে বিলি না হওয়া এবং উবে যাওয়া জমির মোট আয় কমপক্ষে বছরে ৩৪ কোটি টাকা। কাজেই গোপন বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই জমির আয় বেআইনীভাবে আত্মসাৎ করা হয়েছে এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।" (ঐ, পৃঃ ২৩)

এই হল ভূমিবণ্টনে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের অবদান। ওদের অসীম কৃতিত্বে উদ্ধার হওয়া ৭৯,৬৭৫.৪ একর জমি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, আর প্রতি বছর ৩৪ কোটি টাকা হিসাবে ২৫ বছরে ৮৫০ কোটি টাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হল গ্রামীণ ভূস্বামী ও কায়েমী স্বার্থচক্রের পকেটে। গ্রামীণ ভূস্বামী ও কায়েমীস্বার্থচক্রও প্রতিদান দিতে ভুল করছে না। দলে-দঙ্গলে তারা সি পি এমের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। এরাই এখন গ্রামবাংলায় সি পি এমের প্রধান ভরসা। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এদের হাতেই এখন

ছয়ের পাতায় দেখুন

মার্কিন দখলদারি ইরাকীরা মেনে নেবে না

গত ২১ মে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ইরাক সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রাস্তা খুলে গেল। যেহেতু মার্কিন-ব্রিটিশ যুদ্ধজোটের প্রধান শরিক হল আমেরিকা, তাই কার্যত ইরাকে মার্কিন ঔপনিবেশিক শাসনই কায়েম হবে। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ''যতদিন না ইরাকে একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিনিধিত্বকারী সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে'', ততদিন ইরাকের শাসন ও ইরাকী তেল শিল্প মার্কিন-ব্রিটিশ যুদ্ধজোটের হাতে থাকবে। এই দখলদারির মূল লক্ষ্য ইরাকের সম্পদ লুট করা। সেজন্যই ইরাকের উপর ১২ বছর ধরে চাপিয়ে দেওয়া আর্থিক অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য আমেরিকা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এই অবরোধ আমেরিকার নির্দেশেই রাষ্ট্রসংঘ জারি করেছিল। এখন আমেরিকা সেই অবরোধ তুলতে চাইল। কারণ, ওটা থাকলে আমেরিকার পক্ষে ইরাকের তেল বিদেশে বিক্রি করা আইনত সম্ভব হবে না। আমেরিকার কথাতেই রাষ্ট্রসংঘ আর্থিক অবরোধ তুলে নিল এবং একইসাথে ইরাক দেশটির মালিক করে দিল আমেরিকা ও ব্রিটেনকে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ১৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৪টি রাষ্ট্রই উপস্থিত থেকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। একমাত্র দেশ সিরিয়া অধিবেশনে যোগ না দিয়ে তার বিরুদ্ধতা ব্যক্ত করেছে।

রাষ্ট্রসংঘের তোয়াক্কা না করেই আমেরিকা ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছিল। এখন তাদের দখলদারিকে একটা 'আইনসঙ্গত' রূপ দেবার জন্যই রাষ্ট্রসংঘকে আমেরিকার বড়ই প্রয়োজন। তবে মার্কিন ও ব্রিটিশ জোট ইরাকে রাষ্ট্রসংঘকে ততটুকু ভূমিকাই দিতে চাইছে যা তাদের স্বার্থের অনুকূলে, তার বেশি নয়। নিরাপত্তা পরিষদের অনেক সদস্য রাষ্ট্রই চাইছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের কাজটা নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে করা হোক। এ জিনিস যারা চাইছে রাষ্ট্রসংঘ বা নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাশীল মনে করাটা মূর্খামি। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকে পুনর্গঠনের কাজটা নিরাপত্তা পরিষদের তত্ত্বাবধানে করা হলে পুনর্গঠন সংক্রান্ত বরাতের পুরো অংশটা মার্কিন-ব্রিটিশ বহুজাতিক কোম্পানিগুলিই পাবে তা নয়, অন্যরাও এর ভাগ পাবে। সেই কারণেই রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের কাজটা করানোর জন্য এদেশগুলির এত আগ্রহ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের কাজটা একটা প্রহসন। কেননা, বোমা মেরে ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে মার্কিন-ব্রিটিশ যুদ্ধ জোট। আজ আবার তারাই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এর পেছনে রয়েছে বিপুল মুনাফার স্বার্থ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের পুনর্গঠনে খরচ হবে এক বিশাল পরিমাণ অর্থ। ইতিমধ্যে মার্কিন প্রশাসন ঘোষণা করে দিয়েছে যে, ইরাকের তেল-বেচা অর্থ দিয়েই এই বিশাল খরচ মেটানো হবে। তাই এহেন 'শকুনের ভোজে' অংশীদার হতে মার্কিনী বহুজাতিকগুলি ইতিমধ্যেই ইরাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং পুনর্গঠন সংক্রান্ত বরাতের সিংহভাগও তাদের পকেটে এসে গেছে। বাকিরাও ভাগ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিয়েছে —ভারতের পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীরাও যার ভাগ পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রচার করা হয়েছিল যে, এরপর বিশ্বে আর দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ থাকবেনা, যদি তা কখনও দেখাও দেয়, বিশ্ব শান্তি ও বিশ্বের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘ একটা বিরাট ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি, হওয়ার কথাও ছিল না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রসংঘকে তার পায়ের জুতোর মতো ব্যবহার করেছে। দরকারে পায়ে গলিয়েছে, অপ্রয়োজনে ছুঁড়ে ফেলেছে। রাষ্ট্রসংঘকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কুয়েতকে মুক্ত করার নামে ১৯৯১ সালে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাকের উপর হামলা চালিয়েছে। কয়েক লক্ষ ইরাকীকে হত্যা করেছে। এদের মধ্যে ৬০ শতাংশই হল শিশু। বোমা মেরে ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, নিজের প্রয়োজনে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধও চাপিয়ে দিয়েছে। এবার গণবিধ্বংসী অস্ত্র (WMD) ধ্বংস করার অজুহাত তুলে রাষ্ট্রসংঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র ইরাকের উপর হামলা চালিয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এখন সেই রাষ্ট্রসংঘকেই সাক্ষী করে তারা ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করল ইরাকে।

১৯ মে বাগদাদে ইরাকী জনতার মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ

এখন প্রশ্ন ওঠে, ইরাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসন কতকাল স্থায়ী হবে? সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরাকী জনগণ ইরাকে মার্কিন দখলদারি মেনে নিতে চাইছে না। ইরাকে হামলা চালানোর আগে এবং হামলা চালানোর সময় মার্কিন-ব্রিটিশ যুদ্ধজোট প্রচার করেছে যে, তারা হচ্ছে ইরাকী জনগণের মুক্তিদাতা — 'সাদ্দাম হুসেনের স্বৈরতন্ত্রী শাসন' থেকে ইরাকীদের মুক্তি দিতেই নাকি তারা এ যুদ্ধ শুরু করেছে। অধিকাংশ ইরাকীই মার্কিন যুদ্ধজোটের এ প্রচারকে গুরুত্ব দেয়নি। এখন যুদ্ধ-পরবর্তী ইরাকে এক গণসমীক্ষায় ৬৭ শতাংশ ইরাকী পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে যে, 'মার্কিন যুদ্ধজোট ইরাকীদের মুক্তি দিতে আসেনি। ওরা এসেছে তেলের দখল নিতে।' (সংবাদসূত্র ঃ মধ্য প্রাচ্য সংবাদ সংস্থা, MENA)।

রুশ সংবাদ সংস্থা নভোস্তি'র ইরাকস্থিত সংবাদদাতা জানিয়েছে যে, ইরাকীরা দখলদার মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের ইরাক থেকে তাড়ানোর জন্য 'ন্যাশনাল ইরাকী লিবারেশান অর্গানাইজেশানে'র নেতৃত্বে দখলদার সেনাদের উপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ শুরু হয়েছে। এই আক্রমণে ৮টি মার্কিন ট্যাঙ্ক ও কয়েকটি সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে। প্রায় ৩৬ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছে। (সংবাদসূত্র ঃ নর্থস্টার কম্পাস, ৯ মে ২০০৩)।

গত ২৬ মে বাগদাদ শহরের কাছে ফালুজাতে মার্কিন সেনাদের এক চেক পয়েন্টের সামনে একদল সশস্ত্র যুবক মার্কিন সেনাদের উপর গুলি চালালে ৫ জন মার্কিন সেনা নিহত ও ২৮ জন সেনা আহত হয়। মার্কিন সেনারা পাল্টা গুলি চালালে তিন জন ইরাকী যুবক নিহত এবং ১২ জন আহত হয়েছে। (বর্তমান, ২৮ মে, ২০০৩)।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'দি নিউ ওয়ার্কার' (৯ মে ২০০৩) জানিয়েছে, এপ্রিল মাস থেকে ইরাকে দখলদার সেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। গত এক মাসে বিভিন্ন ঘটনায় ৮০ জন মার্কিন সেনা নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। ২০টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।

ইরাক নিয়ে দুনিয়ার সংবাদমাধ্যম নানা সংবাদ দিচ্ছে। কোন্ গোপন ডেরা থেকে কারা আত্মসমর্পণ করছে, সাদ্দাম সামরিক প্রশাসনের কোন্ কোন্ কর্তা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ইত্যাদি নানা ছোট-বড় খবর প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু যেটা অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম বলছেনা, তাহল, ইরাকের জনগণ তাদের দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তারা ধীরে ধীরে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলছে।

"মার্কিন খুনের দল, তোদের আমরা লাথি মেরে তাড়াবো"

দখলদার মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের ইরাকী জনগণের মনে পুঞ্জীভূত ঘৃণা নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। দিকে দিকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে প্রতিরোধ সংগ্রাম। অধিকাংশ ইরাকীই চান বিদেশি দখলদাররা তাদের দেশ থেকে বিদেয় হোক।

গত ৩০ এপ্রিল বাগদাদের ৫০ কিলোমিটার দূরে ফালুজা শহরে মার্কিন সেনাদের নির্বিচার গুলি বর্ষণে নিহত ২০ জন বেসামরিক মানুষের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফালুজা শহর এখন খুবই অগ্নিগর্ভ। শহরের টাউন হলের বাইরে টাঙ্গানো হয়েছে একটি বিশাল ফেস্টুন। তাতে লেখা আছে — "যত তাড়াতাড়ি পারি, মার্কিন খুনের দল তোদের আমরা লাথি মেরে তাড়াবো।" খবর এসেছে, এই সপ্তাহে চোরাগোপ্তা গুলিতে একজন মার্কিন সেনা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। সারা দেশে প্রতিরোধ সংগ্রামগুলি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছে।

প্রতিরোধ সংগ্রামীদের মনোবল তুঙ্গে

প্রতিরোধকারীদের কেউ কেউ এসেছে বাথ পার্টির ভেঙ্গে যাওয়া মিলিশিয়া থেকে। সাদ্দাম হুসেনের টেপ করা একটি বার্তা গত সপ্তাহের জনৈক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিককে দেওয়ার খবর জানাজানি হবার পরই মিলিশিয়াদের মনোবল তুঙ্গে উঠেছে। অপর একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, সাদ্দাম হুসেন নাকি এখনও দেশেই আছেন এবং সারা দেশ জুড়ে গোপন প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য তিনি প্রস্তুতি চালাচ্ছেন।

সাদ্দাম হুসেন সকল ইরাকীদের কাছে আহবান জানিয়েছেন, ''তারা যেন বিদেশি দখলদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে লাথি মেরে তাদের ইরাক থেকে তাড়িয়ে দেয়।'' সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ইরাকীদের অতীত সংগ্রামের কথা তিনি ইরাকবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আহবান জানিয়েছেন, দখলদার উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কুর্দ, এবং আরব, শিয়া, সুন্নী এবং ক্রিশ্চিয়ান সহ সর্বস্তরের ইরাকীরা যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে।

'দি আরব নেশান' নামে একটি অ্যারাবিক ভাষী দৈনিক দাবি করেছে যে, ইতিমধ্যে ৪০ হাজার সেনা বিশিষ্ট একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে এবং তারা আগামী ১৭ জুলাই দেশজুড়ে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারণ, ঐ দিনটি হচ্ছে, বাথ পার্টির বিপ্লব বার্ষিকী।

ঐ দৈনিকটি আরও দাবি করেছে যে, গেরিলাযুদ্ধে অভিজ্ঞ "অবসর প্রাপ্ত" রুশ বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন অংশে বেশ কিছু গোপন ঘাঁটিও বানানো হয়েছে।

(সংবাদসূত্র ঃ দি নিউ ওয়ার্কার (লণ্ডন), ৯ মে ২০০৩)

সন্ত্রাসের সমর্থনে নির্লজ্জ ওকালতি

পাঁচের পাতার পর

পঞ্চায়েতের ক্ষমতা। এরাই এখন গ্রামবাংলায় নতুন কায়েমীস্বার্থ। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বাস্তবে গ্রামাঞ্চলে এদের স্বার্থরক্ষা করতেই তৎপর। এই সত্যকে আজ আর অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

শ্রী ইয়েচুরি তার নিবন্ধে বর্গা রেকর্ডের সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেছেন। একথা সত্য, সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের প্রথম ৬ বছরে এ রাজ্যে ১১ লক্ষ ২৬ হাজারের মত ভাগচাষির নাম রেকর্ড করা হয়েছিল। তারপর ক্রমাগতই এর গতি শ্লথ হতে থাকে। দেখা যায় পরবর্তী ১৮ বছরে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ভাগচাষির নাম রেকর্ড করা হয়েছে। বহুকথিত এই বর্গা রেকর্ড এখন বাস্তবে বন্ধ। প্রাক্তন ভূমিসংস্কার কমিশনার দেবব্রত বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, ''গ্রামবাংলায় ভূমিসংস্কার এখন উল্টো খাতে বইছে। জমি গরিব চাষির হাত থেকে চলে যাচ্ছে। (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ৮.৪.০১)।

বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৯৯৫ সালে বর্ধমানের মুখ্য কৃষি আধিকারিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে সমস্ত ভূমিহীন কৃষককে এই জেলায় জমি দেওয়া হয়েছিল তাদের অবস্থা কি? উত্তরে তিনি বলেছিলেন — "বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচি অনুযায়ী পাট্টাপ্রাপ্ত এই জেলার ২,২৪,০৫১ জন কৃষকের ৬০ শতাংশ যারা প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমির মালিক ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতারা হলেন বড় ভূস্বামী বা গ্রামাঞ্চলের নতুন ধনী, যারা আজকাল কৃষিকাজে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করছে।" (দি স্টেটসম্যান, ২৫.২.৯৫)। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ১৩ শতাংশ পাট্টাদার বিভিন্ন কারণে তাঁদের পাট্টাপ্রাপ্ত জমি হারিয়েছেন। তাছাড়া প্রায় ৩.০২ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদের কারণে জমির উপর তাদের অধিকার হারিয়েছেন। (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ২৩.৮.০২)

সে যাই হোক যাদের নাম রেকর্ড করা হয়েছে তারাও আইন মোতাবেক ফসলের ৭৫ শতাংশ ভাগ পাচ্ছে না। বাস্তব বলছে "গুণগত দিক থেকে বিচার করে আমরা এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত পেয়েছি যেখানে ফসলের ভাগাভাগি আইন অনুযায়ী হয়নি এবং বর্গাদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ হয়েছে। যেখানে আইন অনুযায়ী ফসলের ভাগের অনুপাত ৭৫ ঃ ২৫ হওয়ার কথা, সেখানে প্রায় সর্বত্রই ৫০ ঃ ৫০ অনুপাতে ফসলের ভাগ দেওয়া হয়েছে।" (নিউ হরাইজনস্ ফর ওয়েস্ট বেঙ্গলস্ পঞ্চায়েতস্, মুখার্জী এ্যাণ্ড ব্যানার্জী, পৃঃ ২৪)। ফলে দেখা গেল, বেনামি জমি উদ্ধার ও বণ্টনে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা অতি নগণ্য — বরং তারা খাস জমি ভোগ দখলে কায়েমীস্বার্থচক্রকে সাহায্যই করছেন। বর্গা রেকর্ড বন্ধ, যাদের নাম রেকর্ড করা হয়েছে তারা জমি ধরেও রাখতে পারছে না বা ফসলের আইনসঙ্গত ভাগও পাচ্ছে না। কৃষিক্ষেত্রে এই কৃতিত্বকেই সি পি এম নেতারা ঢাক ঢোল পিটিয়ে যুগান্তকারী বলে প্রচার করে থাকেন। শ্রী ইয়েচুরির নিবন্ধও এর একটা উজ্জ্বল উদাহরণ। তাই তাঁর শূন্যগর্ভ দাবির আস্ফালন দেখে আমরা অবাক হইনি।

সি পি এম সরকার ও জনকল্যাণ

কিন্তু শ্রী ইয়েচুরি এখানেই থামেননি। গর্ব করে বলেছেন — "পশ্চিমবঙ্গে সরকার জনকল্যাণে কাজ করে।" জনগণের কি ধরনের কল্যাণ ওরা ২৬ বছর ধরে করছেন, তা রাজ্যবাসী হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। ওঁরা যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ। এখন ৭০ লক্ষ ছুঁই ছুঁই। ৩১ হাজারের উপর কারখানা হয় রুগ্ন, না হয় বন্ধ। বন্ধ কারখানার শ্রমিকসংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার। সংগঠিত শিল্পে শ্রমিকসংখ্যা কমছে প্রতিদিন। কর্মসংকোচন চলছে ব্যাপকহারে। বন্ধ চটশিল্পেই আত্মহত্যা করেছেন ১৭৫ জন শ্রমিক। নষ্ট শ্রমদিবসের ৮৯ শতাংশই হয়ে থাকে লে-অফ লক আউটের জন্য। (সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ডিপার্টমেণ্ট অব লেবার, গভঃ অব ওয়েষ্ট বেঙ্গল)। মৃত্যুর আগে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে ৮৫.৭ শতাংশ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার সুযোগ পায় না। (হেলথ অন দি মার্চ, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ১৯৯৭)। মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকার এই সরকার ক্রমাগত কেড়ে নিচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাবে এই রাজ্যের স্থান দেশের নীচের সারিতে। হাসপাতালগুলো নার্সিং হোমে পরিণত। শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াতেই এই রাজ্যে সম্ভাব্য পড়ুয়াদের প্রায় অর্ধেককে লেখাপড়ার বাইরে রেখে দেওয়া হয়। এই বিশাল সংখ্যক পড়ুয়াদের কখনই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দেখা যায় না। যারা কোনক্রমে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায় তাদের ৯২ শতাংশই মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করে না। (সূত্র ঃ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অফ স্কুল এডুকেশন ১৯৯৯-২০০০)। এর মধ্যেও যারা প্রাণপণে শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, তারাও যাতে আর তা না পারে এজন্য ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে ব্যাপকহারে। সাথে সাথে শিক্ষার বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণও চলছে। শিক্ষাকে ধনী ঘরের সন্তানদের জন্য একচেটিয়া করার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় কোন ঘাটতি নেই। এই হল শ্রী ইয়েচুরির কথিত 'জনকল্যাণের' সামান্য নমুনা।

খেতমজুর বাড়ছে, প্রান্তিক চাষি কমছে

একই ধরণের কল্যাণের ব্যবস্থা গ্রামীণ কৃষক জনসাধারণের জন্যও করা হয়েছে। এ রাজ্যে বিদ্যুৎ চালিত পাম্পসেটের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৫ হাজার। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হয়েছে ব্যাপকভাবে। চাষিরা তা দিতে পারছে না। ফলে প্রায় ৫০ হাজার পাম্পসেটের বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। জলের অভাবে এরা এ বছর বোরো চাষ করতে পারে নি। উচ্চসুদে টাকা ধার করে যে ফসল চাষিরা ফলায়, তার দাম পাবার কোন ব্যবস্থাই এ রাজ্যে নেই। ফলে দাম না পেয়ে আত্মহত্যার ঘটনা এ রাজ্যে আকছারই ঘটছে। কৃষকের খাজনা বাড়ানো হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে ১১৩ গুণ, সার্ভিস চার্জ বৃদ্ধি করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে ২৬৬৭ গুণ — সর্বকালীন রেকর্ড। ফলে রাজ্য সরকারের এই কৃষকবিরোধী মালিকঘেঁষা নীতির ফলেই নিম্ন ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা কমেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার, এবং তাদের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা। (সূত্র ঃ ইভ্যালুয়েশন প্রোগ্রাম, ইভ্যালুয়েশন উইং, ডাইরেক্টরেট অফ এগ্রিকালচার, গভঃ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল) রাজ্য সরকারের এবংবিধ কল্যাণকামী (!) নীতির ফলে রাজ্যে খেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। ১৯৯১ সালে কৃষিকর্মীদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষিমজুরদের অনুপাত ছিল ৪৬.৪ শতাংশ। পরের ১০ বছরে এটা প্রায় নাটকীয়ভাবে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৬.৭ শতাংশ। সংখ্যার দিক দিয়ে এই সময়ে খেতমজুরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩লক্ষ (জনগণনা সমীক্ষা, ১৯৯১ ও ২০০১)। এই খেতমজুরেরা বছরে কাজ পায় মাত্র ১১৪ দিন — ২৫১ দিনই বেকার। (সূত্র ঃ পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি — অজিত নারায়ণ বসু, পৃঃ ১২৪)। আর এই কৃষিমজুরদের মজুরির কথা যত কম বল যায়, ততই ভাল।

অর্থনীতিবিদ পি. জ্যাকব হিসাব কষে দেখিয়েছেন, '৭৭-'৭৮ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে কেরল ও হরিয়ানার গড় দৈনিক মজুরি যেখানে যথাক্রমে ১০.৬০ টাকা ও ৮.২০ টাকা সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ মাত্র ৬.৪০ টাকা। (রিপোর্ট অন ওয়েজ অ্যান্ড স্যালারি আর্নিংস অব ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স — পি জ্যাকব)।

সি পি এম নেতারা বলতে পারেন — মজুরি একটু কম হলে কি হয় রাজ্যে সি পি এম সরকারের সুশাসনে জিনিষপত্রের দাম অনেক কম — তাই টাকার অঙ্কে মজুরি কম হলেও জিনিষপত্রের মূল্যমানের প্রেক্ষিতে এখানে ওদের প্রকৃত মজুরি বেশি। কিন্তু সে দাবি করারও কোন উপায় নেই। তথ্যই বলছে — ''বসবাসের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ অঞ্চলগুলি ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল।'' (ইপিডব্লু, ৬.২.৯৮)

শ্রী ইয়েচুরি এবং তাদের দলীয় নেতারা একথা অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু এটাই বাস্তব সত্য — সমস্যাদীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট, কর্মহীন-উপায়হীন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিন রাজ্যে কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে, রাজ্য ত্যাগ করে ভিন রাজ্যে পাড়ি দেওয়া এই ধরনের মানুষের হারে পশ্চিমবঙ্গই প্রথম — গ্রামীণ কর্মক্ষম যুবকের শতকরা ৮.৪৮ ভাগই এভাবে রাজ্য ত্যাগ করে থাকেন। (ইপিডব্লু, ১.৭.৯৮)।

গ্রামীণ গরিব জনগণের কল্যাণে শ্রী ইয়েচুরিদের রাজ্য সরকার কিভাবে কাজ করছে এ হল তার সামান্য নমুনা।

গরিববিরোধী নীতি নিয়েই চলছে রাজ্যের সি পি এম ফ্রন্ট সরকার — এতে আজ আর কোন সন্দেহ নেই। পাশাপাশি, শিল্পক্ষেত্রে যেমন দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষা এদের ধ্যানজ্ঞান — কৃষিক্ষেত্রও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই ১৯৯৭ সালে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বলেছিলেন — "মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।" এই 'পূর্ণ সুযোগ' গ্রহণের জন্য তাঁরা জমির উর্দ্ধসীমা আইনের পরিবর্তন ঘটান, বর্গাদার আইনকে পাল্টে ফেলেন। নতুন এই আইনবলে চা বাগান, রবার শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য শিল্পপতিদের পছন্দমতো জমি সরবরাহ করা হয়। জমি থেকে কৃষক ও বর্গাদারদের উচ্ছেদ করা হয়। এমনভাবে রাজ্য সরকারের নেতা মন্ত্রীরা কৃষিক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগের জয়গান গাইছেন, যেন বিনিয়োগ মানেই গরিব কৃষকের জীবনে উন্নয়ন, যেন এইসব দেশি-বিদেশি পুঁজি বাংলার কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির থলি নিয়ে বিনিয়োগ করতে আসবে মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যেন এদের সব দয়ার শরীর — যেন এদের কোন শ্রেণীচরিত্র নেই, শ্রেণীশোষণের মতলব নেই। একসময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খয়ের খাঁ রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ ছিল, বর্তমানে কংগ্রেস-বিজেপি'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারও একইভাবে দেশি-বিদেশি পুঁজির গুণকীর্তন করে যাচ্ছে।

তাই আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে এই দেশি-বিদেশি পুঁজির কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য ওরা কি প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। ৬ কোটি টাকা দিয়ে ওরা মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ম্যাকিন্সেকে ভাড়া করেছেন, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী রাজ্যের কৃষিনীতি গ্রহণের চেষ্টাও করেছেন — যার মূল কথা ছিল দেশি-বিদেশি পুঁজির মর্জিমাফিক বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন এবং চুক্তি প্রথায় চাষ (Contract farming) প্রবর্তন। কিন্তু জনমতের প্রবল বিরোধিতায় ওঁরা ওদের সেই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কার্যকর করতে পারেননি, কিন্তু কার্যকর করার চেষ্টাও পরিত্যাগ করেননি। ওদের এক নেতা সেদিন বলেছেন — "চুক্তিপ্রথায় চাষের ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয়নি", অর্থাৎ ভবিষ্যতে ওঁরা গ্রহণ করবেন। দেশি-বিদেশি পুঁজি যেভাবে চাইছে সেইভাবে ওরা রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রকে গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এই হল ওদের পরিকল্পনার সারমর্ম। ফলে এতে সন্দেহ কি শিল্পক্ষেত্রে সি পি এম যেমন দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থের বাহক, কৃষিক্ষেত্রেও তাই। এবং এটা নিশ্চয়ই সি পি এম পলিটবুরো সদস্য শ্রী ইয়েচুরির অজানা নয়।

গ্রামবাংলায় শোষক-শোষিতের সংগ্রামে সি পি এম-এর স্থান কোন্ পক্ষে?

সমাজবিকাশের নিয়মেই ভারতবর্ষে শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে, এ রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। শোষকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বত্রই শোষিত মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে, শোষিত মানুষ সাধ্যমতো গণসংগ্রাম গড়ে তুলে এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করার চেষ্টা করছে। আমাদের দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিভিন্ন গণআন্দোলনেও সাধারণ মানুষের আবেগদীপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন একথাই প্রমাণ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল সি পি এম নেতৃত্ব বামপন্থার সংগ্রামী লাইন পরিত্যাগ করে গণআন্দোলন দমন ও খুনের রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছে। গণআন্দোলনে গুলি চালিয়ে আমাদের দলের কর্মীদের হত্যা, প্রকাশ্য রাজপথে দিনের বেলায় মহিলা কর্মীদের ওপর অশ্লীল অত্যাচার — এ সব কিছুই এখন সি পি এমের কাছে জলভাত। অহল্যা মায়ের কান্না, জিতেন মাইতি, কংসারি হালদারদের সংগ্রামী জীবন, 'জান দেব তবু মান দেব না, রক্তে বোনা ধান দেবনা' প্রত্যয়দীপ্ত এই ঘোষণা, নুরুল-আনন্দের অমর আত্মদান — কোন কিছুই আর সি পি এম নেতাদের উদ্বেল করে না। তারা এখন ভেড়ি মালিক-জোতদারদের সাজানো ড্রয়িংরুমে, পাঁচতারা হোটেলে শিল্পপতিদের সান্নিধ্যে শিল্পায়নের খোশগল্পে অনেক স্বচ্ছন্দ। তাই গ্রামবাংলায় শোষক-শোষিতের সংগ্রামে সি পি এমের অবস্থান এখন জোতদার, ধনী কৃষকদের পাশে। সাথে রয়েছে মস্তান-মাফিয়া-পুলিশ-প্রশাসন। এ সত্য দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এ-কে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

বুর্জোয়া রাজনীতির পচাগলা ক্ষত আজ সি পি এমের সর্বাঙ্গে। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখল করে মালিকশ্রেণীর সেবাদাসের ভূমিকা পালন করাই এদের একমাত্র কাজ। তাঁরা ভাল করেই জানেন, ২৬ বছর ধরে জনবিরোধী যে নীতি নিয়ে তাঁরা চলেছেন, তার ফলে রাজ্যের সাধারণ গরিব মানুষ আর সি পি এমের সাথে নেই। তারা বাধাহীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার পেলে সি পি এমের ক্ষমতায় থাকা একপ্রকার অসম্ভব। এ কারণেই পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে মস্তান-মাফিয়া-সমাজবিরোধীদের জড় করে সি পি এম ব্যাপক সন্ত্রাসের রাস্তা গ্রহণ করেছে, পদদলিত করেছে সভ্যতা, ন্যায়নীতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সমস্ত ধারণাকে। আর একেই শ্রী ইয়েচুরি 'শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম' বলে চালাতে চাইছেন। কিন্তু এত সহজে কি মানুষকে প্রতারিত করা যাবে?

আন্দোলন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত ফ্যাসিস্ট সুলভ

হলদিয়া, সল্টলেক ও ফলতাকে 'স্পেশাল ইকনমিক জোন' চিহ্নিত করে রাজ্য সরকার যেভাবে শ্রমিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৭-৫-০৩ এক বিবৃতিতে বলেন —

"দেশি-বিদেশি পুঁজিকে তুষ্ট করে সরকারি ক্ষমতায় আসীন থাকার স্বার্থে সি পি আই (এম) নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও বামপন্থাকে এভাবে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিচ্ছে।

এটা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার ও শ্রমিক আন্দোলনের উপর এক বিরাট আঘাত।

আমরা এই ফ্যাসিস্ট সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি করছি। রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক জনগণকে এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।"

অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত — ইউ টি ইউ সি-এল এস

রাজ্যের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা (Special Economic Zone) ঘোষণা করে শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে প্রস্তাব রাজ্য সরকার করেছে, তার তীব্র প্রতিবাদ করে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা ২৭-৫-০৩ এক বিবৃতিতে বলেন, "বিভিন্ন রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ও সহযোগিতায় বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা তৈরি করেছে, যেমন অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম, দিল্লির নওদা, মহারাষ্ট্রের একাধিক অঞ্চল ইত্যাদি। বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য হল শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার যথা ইউনিয়ন করার, ধর্মঘট করার, বিক্ষোভ আন্দোলন করার এবং শিল্পবিরোধ আইনে যতটুকু সুযোগ আজও বর্তমানে আছে তার অধিকার থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের বঞ্চিত করে জাতীয় এবং বহুজাতিক পুঁজির অবাধ শোষণ-লুণ্ঠনের সুযোগ সুনিশ্চিত করা। পশ্চিমবঙ্গের সি পি আই (এম) পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারও একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও সহযোগিতায় ফলতা, সল্টলেকের মণিকাঞ্চন, হলদিয়া শিল্পাঞ্চলের একাংশ ও প্রস্তাবিত কুলপি বন্দর এলাকাকে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ঘোষণা করতে যাচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকারের এই শ্রমিকস্বার্থবিরোধী অবাম নীতির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করছি। সাথে সাথে এরাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের, অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।"

তমলুক পৌরসভায় নাগরিকদের আন্দোলনের জয়

তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির নেতৃত্বে দীর্ঘ চার মাস ব্যাপী আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে তমলুকের নাগরিকরা জয়ের মুখ দেখলেন। ৩০মে বিকালে পৌরসভার সামনে অপেক্ষারত কয়েকশ' নাগরিকের সামনে পৌরপ্রধান প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, সাধারণভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স ২০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করা হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তমলুক পৌরসভায় এমনকি ৭০ গুণ পর্যন্ত পৌরকর বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত ৩০ মে ২০০৩ পৌর করের হার সংশোধনের দাবিতে পাঁচ শতাধিক নাগরিক গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ উপেক্ষা করে পৌরসভায় বিক্ষোভে সামিল হন। জমায়েত থেকে প্রতিনিধিরা পৌরপ্রধানের সাথে আলোচনার জন্য যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দিলে নাগরিকরা প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়েন। এর ফলে পুলিশ পিছু হটে।

তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির সভাপতি সুবাস রায়, দুই যুগ্ম সম্পাদক মানব বেরা ও অনিল পট্টনায়ক, দুই সহ সভাপতি বিনয় রায়চৌধুরী ও রাইপদ সামন্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পৌরপ্রধান অশোক কুমার অধিকারীর সাথে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনার পর বর্ধিত পৌরকর কমানোর বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্যে আসেন। পৃথক এক স্মারকলিপিতে পানীয় জলের সংকটমোচন, ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড অপসারণ, ইন্টিগ্রেটেড ড্রেনেজের ব্যবস্থা করে জল নিকাশীর ব্যবস্থা ইত্যাদি কয়েকটি জরুরি সমস্যার কথা তুলে ধরা হয়।

আলোচনার শেষে অপেক্ষারত নাগরিকদের সামনে সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম সম্পাদক অনিল পট্টনায়ক, লেখা রায়, রঘুবীর মাইতি, কেনারাম নায়েক, যুগলকিশোর মণ্ডল, চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু, অশোকতরু প্রধান। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক মানব বেরা তাঁর ভাষণে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের পরিবেশ বজায় রাখা এবং নগরজীবনের অন্যান্য সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের উদ্যোগ ও তমলুক পৌর নাগরিক সমিতির শক্তিবৃদ্ধির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন।

প্রত্যাহারে বাধ্য করুন

একের পাতার পর

পরিবহন মন্ত্রীকে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করতে হবে।' কিন্তু, শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকা অবরোধে অতর্কিতেই ডি সি সেন্ট্রালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী লাঠিচার্জ শুরু করে। পুলিশ অবরোধকারীদের রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে মারতে থাকে। মহিলা অবরোধকারীদেরও রাস্তায় ফেলে পেটাতে থাকে, চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে ২০০ মিটার দূরে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তোলে, জামা ছিঁড়ে দিয়ে প্রায় বিবস্ত্র করে দেয়।

পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জে পা ভেঙে যায় যুব কর্মী তমাল সামন্তের। মাথায়ও গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রক্তাক্ত, চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় তাঁকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথা ফেটে যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজকুমার বসাকের। তাঁকে পি জি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। এছাড়াও গুরুতরভাবে আহত হন আরও ২২ জন। সব মিলিয়ে আহত হয়েছেন মোট ৩৪ জন। পুলিশ আহত অবস্থায় ৫ জন মহিলা কর্মী সহ আট জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশী অত্যাচারের শিকার হন পথচলতি বহু মানুষও। তাঁরা পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ পুলিশী অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনবার ডিজেলের দাম কমার পরও বামফ্রন্ট সরকার পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া পুরো প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিল না। উপরন্তু ভাড়া কমানোর দাবি জানাতে থাকা বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশী অত্যাচার নামিয়ে আনল। বামফ্রন্ট সরকারের মালিক তোষণকারী অ-বাম চরিত্র এ ঘটনায় আবারও জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হল। তিনি বলেন, যতদিন না তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে বাড়ানো ভাড়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে। তিনি যাত্রীসাধারণের কাছে অবিলম্বে বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনের হাতিয়ার 'যাত্রী কমিটি' গড়ে তোলার আবেদন জানান। এতদিন ধরে যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া বাড়তি ভাড়া ফেরৎ দিয়ে যাত্রী কল্যাণ তহবিল গড়ে তোলা, সমস্ত পরিবহন কর্মীর পি-এফ গ্র্যাচুইটি ও চাকরির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং অস্বাভাবিক হারে বর্ধিত লাইসেন্স ফি ও রোড ট্যাক্স প্রত্যাহারেরও তিনি দাবি জানিয়েছেন।

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জীর জীবনাবসান

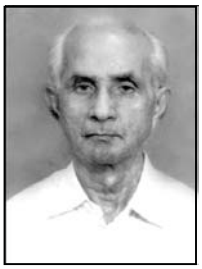

প্রবীণ স্বাধীনতাসংগ্রামী ও আমৃত্যু দলের একান্ত শুভানুধ্যায়ী কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী ১৬মে, ২০০৩ রাত ১১-৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। আমাদের দলের গঠন- পর্বের অকল্পনীয় কঠিন ও কঠোর সংগ্রামে নিজের ভূমিকার দ্বারা তিনি এস ইউ সি আই-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, '৪৮ সালে নির্বাচিত দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং '৪০ থেকে '৫০ দশকের একটা দীর্ঘ পর্যায়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সংবেদনশীল, পরোপকারী ও মধুর স্বভাব এবং কঠোর আদর্শনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা সর্বত্রই মানুষের অফুরন্ত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছে।

তিনি কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। '৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিনা বিচারে আটক হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলেন। '৪৫ সালে তিনি প্রথম কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। ভারতবর্ষে একটি সত্যিকার কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য আদর্শগত ভিত্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার কালচার ক্লাবকে কেন্দ্র করে, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে জীবনের সর্বদিককে ব্যাপ্ত করে যথার্থ দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারপদ্ধতির জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সংগ্রাম পরিচালনা করছিলেন, ১৯৪৫ সালে কমরেড ব্যানার্জীও তাতে আত্মনিয়োগ করেন। সুদীর্ঘ এক দশকের বেশি সক্রিয় পার্টি জীবনে, বিশেষত দল প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বের অতি কঠিন সংগ্রামে, তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

কালচার ক্লাবকে কেন্দ্র করে কর্মপরিচালনার পর্বে, রাজনীতি ও দর্শন নিয়ে সরাসরি ও বিশদ আলোচনায় না ঢুকেও স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে আকৃষ্ট করে বহু যুবককে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের সান্নিধ্যে নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই আজও কর্মী হিসাবে বিপ্লবের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং কেউ কেউ নেতৃত্বেও আছেন। কমরেড ব্যানার্জীর জনসংযোগ ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। সেদিনের অকল্পনীয় প্রতিকূলতার মধ্যে এই সম্পদটি বহু ক্ষেত্রেই দলের পক্ষে সহায়ক হত। অন্য সহযোদ্ধাদের এবং বিশেষত কমরেড শিবদাস ঘোষের অসহনীয় ক্লেশ দেখে কমরেড ব্যানার্জীই দীর্ঘ প্রচেষ্টায় '৪৬ সালে দক্ষিণ কলকাতার জনক রোডে একটি ঘর খুঁজে বের করেন এবং সেটিই হয় দলের প্রথম সেন্টার। শুরুতে কমরেড শিবদাস ঘোষ ও কমরেড নীহার মুখার্জী এখানেই থাকতেন।

'৪৮ সালে জয়নগরের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনে এস ইউ সি আই দল স্থাপিত হলে তিনি দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগণায় বিশেষত দমদম অঞ্চলে পার্টির বিস্তৃতিতে তিনি সাহায্য করেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের পরিকল্পনা অনুসারে এবং তাঁর সুদীর্ঘ পরিশ্রমে ১৯৫০-৫১ সালে ১০,০০০ সদস্য নিয়ে তৈরি হয় বার্ড কোম্পানির ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। কমরেড শিবদাস ঘোষকে উপদেষ্টা এবং কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে সভাপতি করে গঠিত ইউনিয়নটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। ক্যালকাটা গল্‌ফ ক্লাবের শ্রমিক ইউনিয়নেরও তিনি ছিলেন সভাপতি। পারিবারিক দায়িত্বের মধ্যে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ায় দলের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে থাকতে না পারলেও দলের আদর্শের প্রতি যেমন তিনি চিরদিন অবিচল ছিলেন, তেমনই সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকেও কখনই দূরে থাকেননি। মানুষের সঙ্গে সহজেই মিশতে পারতেন। এই কারণেই, বিরাটিতে থাকাকালীন প্রতিবেশীরা তাঁকে উত্তর দমদম মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়ে জয়যুক্ত করে।

জীবনের শেষ দিকেও কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী দলের কাজকর্ম এবং পুরনো সহকর্মী নেতাদের ও কর্মীদের সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর রাখতেন। ১৯৯৯ সালে তাঁর সেরিব্রাল অ্যাটাক এবং অপারেশন হয়। কিন্তু অতি অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি পার্টির অগ্রগতি, বিস্তৃতির খবর শুনতে উৎসুক থাকতেন। কোনও সংগ্রামে পার্টির ক্ষতি বা পরাজয়ের সংবাদে দুঃখিত হতেন, কিন্তু হতাশ হতেন না। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোতে সর্বদাই কর্মীদের উৎসাহ ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন দলের একান্ত শুভানুধ্যায়ী।

কমরেড মনোরঞ্জন ব্যানার্জী লাল সেলাম।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৪২ সংখ্যা ৮

বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন

"তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন
জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধরব টিপে
করব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে
আনব বরাভয়।"
— নজরুল

সম্পাদক মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net